উচ্চশিক্ষা

এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি

এম আজিজুর রহমান

বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমবেশি দুই হাজার। এ প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে প্রতি বছর হাজার হাজার শিক্ষার্থী উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করে দেশি-বিদেশি শ্রমবাজারে নিজেদের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে অর্জিত সনদ খুব কমই আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মূল্যায়িত হয়। অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নিম্ন পদমর্যাদা ও কম বেতনে চাকরিতে ঢুকতে বাধ্য হতে হয়। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে, কেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজসহ অন্যান্য নামিদামি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলো বিশ্বমানে উপনীত হতে পারেনি। ঘুরেফিরে একটি উত্তরই আসে– তা হলো অর্থের অভাবজনিত কারণে গবেষণা কার্যক্রমের স্থবিরতা। অর্থাৎ মানসম্পন্ন শিক্ষার জন্য শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ ও শিক্ষা গবেষণা অপরিহার্য। শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ গঠন ও গবেষণা কার্যক্রমের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এ অর্থের জোগান নিশ্চিত করা না গেলে বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে শত বছরের নিম্নমানের ঐতিহ্য থেকে বের করে নিয়ে আসার কোনো সুযোগ নেই।

বিশ্বের নামিদামি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, বিশ্বমানে উপনীত হওয়া বেশিরভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, যুক্তরাষ্ট্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। তার মধ্যে অন্তত পক্ষে ২৫০টি বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বমানের সম্মান অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। এ ২৫০টির বেশিরভাগই বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত। ভালো শিক্ষক ও নোবেল লরেট তৈরি হয় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে। কারণ শিক্ষার মানোন্নয়ন ও গবেষণার জন্য বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে অর্থের অভাব থাকে না। যুক্তরাষ্ট্র প্রমাণ করে দিয়েছে, বেসরকারি উদ্যোগ ছাড়া মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা তুলনামূলকভাবে কঠিন। কানাডায় প্রায় ৭০টি বিশ্বমানের সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় থাকলেও গবেষণার দিক থেকে যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় এগুলো অনেক পেছনে রয়েছে। উল্লেখ্য, যে কোনো দেশেই সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে গবেষণা বাবদ অনুমোদিত অর্থের পরিমাণ সীমিত থাকে।

প্রবন্ধের শিরোনাম এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি দেখে অনেকেই অবাক হতে পারেন। বিষয়টি আমাদের জন্য নতুন হলেও বাস্তবতায় সেটিই এখন অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। কারণ বিশ্বমানের শিক্ষা ও গবেষণার জন্য প্রচুর অর্থ প্রয়োজন যা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে জোগান দেওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া শত শত কোটি টাকা বেসরকারি শিক্ষা খাতে বিনিয়োগ করার মতো কোনো উদ্যোক্তাও বাংলাদেশে খুঁজে পাওয়া দুরূহ। এজন্য বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকারের উচ্চশিক্ষা খাতকে এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত বিদেশি বিনিয়োগকারীরা উচ্চশিক্ষা খাতে বিনিয়োগে উৎসাহী হবে না।

ব্যতিক্রমধর্মী আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ প্রয়োজন। চরম দারিদ্র্যের ফাঁদ থেকে বাংলাদেশকে মুক্ত করার জন্য শিক্ষা ও মানসম্পন্ন গবেষণার বিকল্প নেই। এজন্য ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগ নিয়ে বেসরকারি শিক্ষা খাতকে এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিয়ে বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করে সমৃদ্ধ দেশ গঠনের পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়। সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা অর্জনের পর বাংলাদেশের অনেক সম্ভাবনাময় খাত দ্রুত উন্নয়নের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। যেমন– হাউজিং, হোটেল, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, আইটি, নলেজ অ্যান্ড স্কিল ট্রেনিং ইন্ডাস্ট্রি ইত্যাদি। একইভাবে শিক্ষা খাতকে বা শিক্ষার বেসরকারি উপখাতকে এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দিলে বিদেশি বিনিয়োগের মাধ্যমে মানসম্পন্ন শিক্ষা ও গবেষণা নিশ্চিত করা যাবে, যা বাংলাদেশের দারিদ্র্য বিমোচনে অগ্রহণী ভূমিকা পালন করবে। দারিদ্র্যের করাল গ্রাস থেকে বাংলাদেশকে রক্ষা করার জন্য দরকার বিশ্বমানের শিক্ষা। মানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ নিজের দেশে কাজ করে উৎপাদনশীলতা ও রফতানি বাড়াতে পারবে, আবার প্রয়োজনবোধে আন্তর্জাতিক বাজারে মেধা ও শ্রম বিক্রি করার সুযোগ গ্রহণ করতে পারবে।

সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে সরকারি স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বাস্তবে বিদেশি বিনিয়োগ সম্ভব নয়। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানে ধনী ও গরিব ছাত্রদের সমভাবে বিনা বেতনে পড়ানো হয়। এসব প্রতিষ্ঠানে বিদেশি বিনিয়োগের কথা এ মুহূর্তে ভাবা কঠিন। তাই বর্তমানে যা প্রয়োজন তা হলো মানসম্পন্ন কিছু বেসরকারি স্কুল-কলেজের সঙ্গে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দেওয়া, যাতে করে শিক্ষা খাতে বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ ও পরিবেশ সৃষ্টি হয়। বিশ্বমানের শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন মানসম্পন্ন শিক্ষক, গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সংবলিত গবেষণাগার, লাইব্রেরি এবং ভৌত সুবিধাদিসহ শিক্ষার ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি। প্রচলিত অবস্থায় তা সম্ভব নয় বিধায় বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে দেশের আপামর মানুষের জীবন-জীবিকার বৃহত্তর স্বার্থ বিবেচনা করে বেসরকারি শিক্ষা খাতকে এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার বিষয়টি সরকারকে অবিলম্বে ভেবে দেখতে হবে। এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে ইতিপূর্বে বাংলাদেশের হাউসিং, হোটেল, পর্যটন, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, আইটি সেক্টরসহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং এর সুফল দেশবাসী ভোগ করছে। তাই দীর্ঘমেয়াদি সুফল লাভের জন্য এবং দেশের সব মানুষকে উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য মানসম্পন্ন শিক্ষার নির্ধারক হিসেবে এডুকেশন সার্ভিসেস ইন্ডাস্ট্রি শীর্ষক একটি সরকারি ঘোষণার আশা আমরা পোষণ করি। দেশের উন্নয়নের স্বার্থে আপামর জনসাধারণের আকাঙ্ক্ষাকে সরকার স্বাগত জানিয়ে এ ব্যাপারে ত্বরিত পদক্ষেপ করবে এটিই উন্নয়নকামী দেশবাসীর প্রত্যাশা।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি